যুগান্তর

15 JAN 2010
পৃষ্ঠা ...

মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ

মঈন চিশতী

আলিয়া নেসাবের শিক্ষা ব্যবস্থায় ১ম শ্রেণী থেকে ফাজিল শ্রেণী পর্যন্ত আরবি সাহিত্য পাঠ্য আছে। এ দীর্ঘসময় ধরে আরবি সাহিত্যের পাঠ কতটুকু জরুরি তা ভাষা ও সাহিত্য বিশেষজ্ঞরা বলতে পারবেন। ১ম দাখিল বা ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত আছে অংক, জ্যামিতি, বীজগণিত, আলিম সাধারণ বিভাগে অংক ঐচ্ছিক বিধায় অনেক শিক্ষার্থী অংক নেয় না। আলিম শ্রেণীতে বাণিজ্য বিভাগ না থাকায় যারা ব্যবসায় প্রশাসনে উচ্চশিক্ষা নিতে চায়, তারা কলেজে চলে যায়। প্রতিবছর দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রায় অর্ধেকের বেশি ছাত্র মাদ্রাসা লাইন ছেড়ে কলেজে ভর্তি হয়। যাদের প্রতি আলিম হওয়ার পারিবারিক চাপ আছে তারা আলিমে ভর্তি হলেও পাস করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যায়। আলিম-ফাজিলে ইংরেজি, বাংলা পাঠ্য থাকলেও আরবিসহ অন্যান্য

ক্যালিগ্রাফি : মাহিদ

বিষয়ের প্রতি অধিক উৎসাহ এবং গুরুত্ব দেয়ায় ইংরেজি, অংক ও বাংলা বিষয়ের শিক্ষার্থীরা দুর্বল থেকে যায়। এক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে দক্ষ শিক্ষকের অভাব বলে অনেকে মনে করেন। ইংরেজি, অংক ভালমানের শিক্ষকরা ভালমানের চাকরি ছেড়ে কম বেতনের মাদ্রাসার চাকরিতে আসতে চায় না। দাখিল শ্রেণীতে ১০০ নম্বরের কম্পিউটার বিষয় থাকলেও দেশের অধিকাংশ দাখিল মাদ্রাসায় কম্পিউটার তো দূরের কথা, কম্পিউটার শিক্ষকই নেই। ফাজিল ও কামিলকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েটেড করা হয়েছে দুই বছর হল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ এখনও যুগোপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন করতে পারেনি।

মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করা সময়ের দাবি : ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি মাতৃভাষা বাংলা, বিশ্বভাষা ইংরেজিসহ সব আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে মাদ্রাসা সিলেবাসকে ঢেলে সাজানো সময়ের দাবি। কিন্তু 'ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।' ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবে মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার শিক্ষক ও ছাত্রদের মদদ ও নেতৃত্বদানের অভিযোগে মাদ্রাসার জনপ্রিয় শিক্ষক মাওলানা আজিজকে গ্রেফতার করে মাদ্রাসা-ই-আলিয়াকে চিরতরে বন্ধ করার পাঁয়তারা চালাতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার দূরদর্শী আলেমরা পাঠ্য তালিকা থেকে বিতর্কিত জিহাদ পড়ান বাদ দিয়ে দেন এবং একদল আলেম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ওয়াজ নসিহত ও তাবলিগের কাজে লেগে যান। বাংলা আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অধীনে বেসরকারি পর্যায়ে অসংখ্য মাদ্রাসা তৈরি করে ফেলেন, যা চলত মুসল নারীদের মুষ্টিভিক্ষা এবং আমজনতার দান-খয়রাতের টাকায়। এর মধ্যে ২১০টি ছিল আধা-সরকারি, যার মধ্যে অন্যতম ছিল শর্ষিনা মাদ্রাসা, বায়তি মাদ্রাসা, ফুলতি মাদ্রাসা, দারুল উলুম চট্টগ্রাম মাদ্রাসা এবং তালতলা সেন মাদ্রাসা। এসব মাদ্রাসায় ছাত্র-শিক্ষকদের অমায়িক ব্যবহারে জনগণ আকৃষ্ট হয়ে গেলে ইংরেজ সরকার মাদ্রাসা-ই-আলিয়া বন্ধের পাঁয়তারা থেকে সরে আসে। সরকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মন জয় করার জন্য মহসিন ফান্ডের টাকায় হুগলি মোহসেনিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা মোহসেনিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম মোহসেনিয়া মাদ্রাসাসহ রাজশাহী ও সিলেটে সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা নামে আরও কিছু সরকারি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। Madrasa Reforms Committee'র অনুমোদনে বাংলার গভর্নর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলের আমলে এসব মাদ্রাসা স্থাপিত হয়।

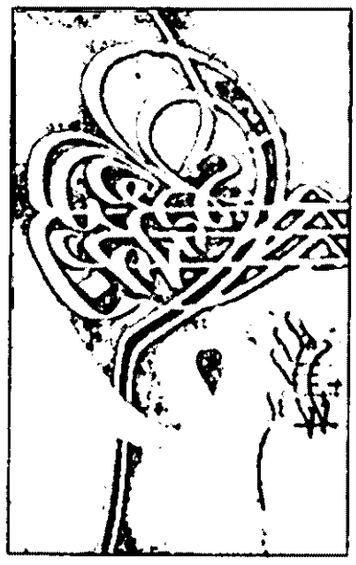

যেগুলো মূলত কলকাতা মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার Fider Institution হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। ১৯১৪ সালে ঢাকা মোহসেনিয়া মাদ্রাসাও প্রিন্সিপাল শামসুল উলামা আবু নসর মোহাম্মদ ওয়াহিদ প্রস্তাবিত Reformal Madrasa Scheme নিউ স্কিম মাদ্রাসা শিক্ষা নামে সরকারি মঞ্জুরি লাভ করে। উল্লেখ্য, ওয়াহিদকে এর আগে বিলেত থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে আনা হয়। এ মর্মে কাউন্সিলে প্রস্তাব পাস হয় যে, কলকাতা মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ব্যতীত বাংলার সব মাদ্রাসায় নিউ স্কিম শিক্ষা চালু হবে। নিউ স্কিম মাদ্রাসার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিল আরবি শিক্ষার সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলন করা। আর গোপন উদ্দেশ্য ছিল মাদ্রাসা আলিয়াকে কোণঠাসা করে (১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে মদদ দানের অভিযোগে) আপনা আপনি বন্ধ করে দেয়া। কিন্তু আল্লাহর রহমতে শেষপর্যন্ত আলিয়া মাদ্রাসা বন্ধ হয়নি বরং নিউ স্কিম মাদ্রাসাই বন্ধ হয়ে স্কুল-কলেজে পরিণত হয়। ঢাকার হাম্মাদিয়া স্কুল, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম হাজী মোহসীন কলেজসহ বাংলার গ্রামে গঞ্জে অনেক স্কুল কলেজ আছে যেগুলো আগে মাদ্রাসা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ জন্যই বলা হয়, 'চাহে খোরা চাহে দর পেশ আস্ত' (অন্যের জন্য যে কুয়া খুঁড়ে সে সেই কুয়ায় পড়ে)। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণের দাবি জোরালো হলেও নিউ স্কিম মাদ্রাসার পরিণতির কথা ভেবে কোন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এগিয়ে আসছে না। তবে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকতার কোন বিকল্প নেই। ইসলাম একটি আধুনিক ধর্ম, আল্লাহ যুগে যুগে তার বাণী যুগোপযোগী করে পাঠিয়েছেন। সুতরাং মধ্যযুগীয় সিলেবাসের আওতায় থেকে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক করা যাবে না। এ জন্য দরকার ব্যাপক গবেষণার।

লেখক: সাবেক শিক্ষা ও গবেষণা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক, মানপুরী দরবার শরীফের প্রতিনিধি।